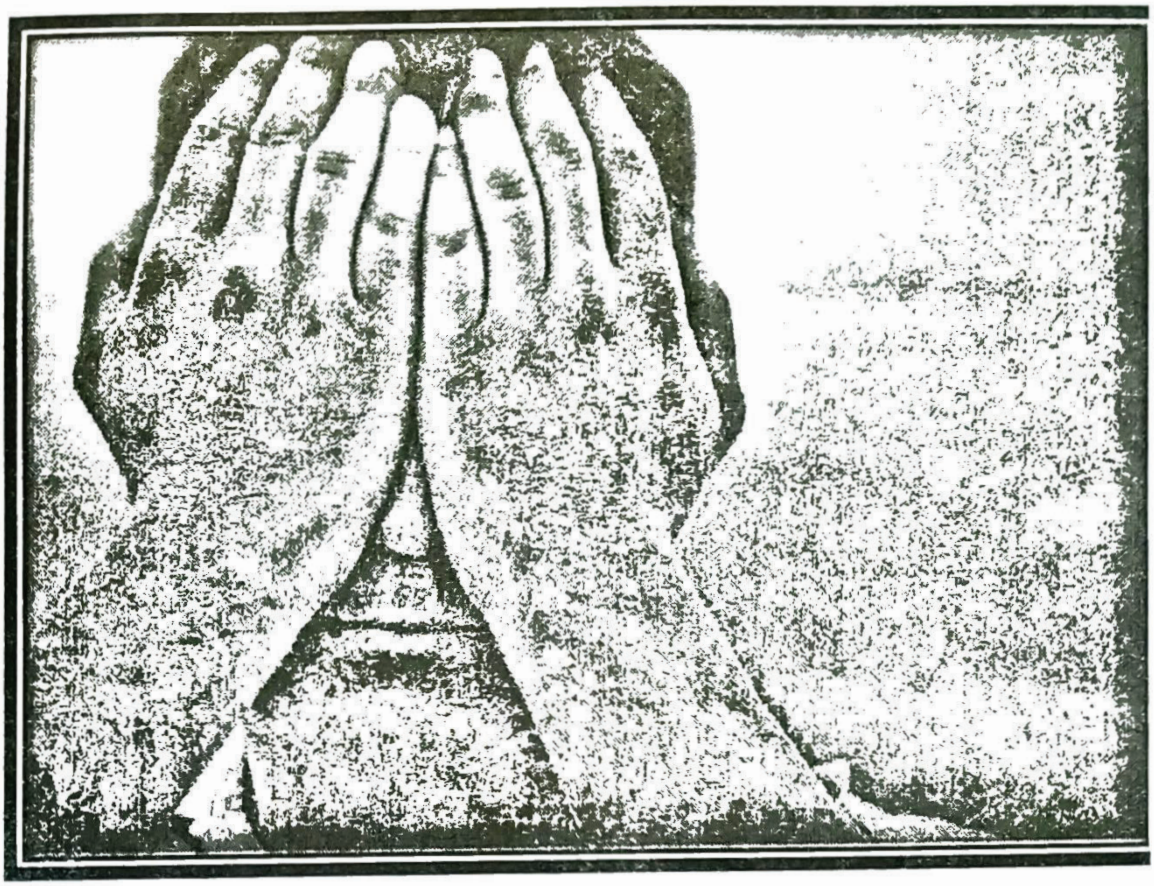

ভালো ছেলে

দধীচি

গ্রামদেশে এক ধরনের নিরীহ প্রানী পাওয়া যায়। সর্ষের তেলে (বা কখনো কখনো নারকেল তেলে) সিক্ত তাদের চুল সর্বদা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাতানো। বেশীরভাগ সময় দৃষ্টি নীচের রাস্তার দিকে, বগলদাবা করে ধরে থাকা গুটি কয়েক চ্যাপ্টামুখো বই- বিশেষত গণিত ও ইংরেজী ; এই সব ছেলেদের সাধারন পরিচয়- ''ভালো ছেলে''।

আরেক ধরনের ছেলে আছে। রাস্তার কিনারায়, নদীর ধারে, কালভার্টের পাশে, নদীর তীরে এনাদের প্রায় সর্বত্রই দেখা পাওয়া যায়। বিশেষ কোন কেশবিন্যাস নেই। মুখে দু একখানা নিষিদ্ধ দ্রব্য, নিদেনপক্ষে পান দেখা যেতে পারে। বিশেষ কোন নিয়মনীতির ধার এনারা ধারেন না। এনাদের পরিচয় বখাটে ছেলে, বাজে ছেলে। ওহ্ আমি যে সময়কার কথা বলছি তা আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগেকার। আজকালের দিন হলে অবশ্য ভালো ছেলের গলায় টাই আর বখাটে ছেলের হাতে সস্তা বহু রঙ বিশিষ্ট, উচ্চস্বরে গান গাইতে সক্ষম চায়নিজ মোবাইল সেট অবশ্যই থাকতো। তা সে যাই হোক, আমাদের গল্প ভালো ছেলে আর বখাটে ছেলের সংজ্ঞা, পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে নয় ; আমাদের

গল্প অমু আর একটি খারাপ ছেলেকে নিয়ে। ভুরু কুঁচকে গেল তো ? খারাপ ছেলের নাম নেই কেন ? আসলে খারাপ ছেলের নামের দরকারই নেই।

নামের দরকার ভালো ছেলের, কারন তার 'নাম কামানোর' নাম যা অর্জন করবে তা পিতৃদত্ত নামের সাথে যোগ করতে হবে।

এই যেমন ধরুন আমাদের অমু। ওর ভালো নাম অমূল্যভূষন দও। যথারীতি ওর বাবার ইচ্ছে ও বড় হয়ে ইঞ্জিনীয়ার হবে।

অপরদিকে আমাদের খারাপ ছেলে সঞ্জু (দুঃখিত 'খারাপ' নাম খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি) পুরো নাম সঞ্জীব প্রামানিক। ওর বাবার ওর উপর বিশেষ কোন আশা নেই। থাকবে কি করে ভদ্রলোক সন্ধ্যের পর আর ইহলোকে থাকেন না। উনার একটু 'ইয়ে' পান করার অভ্যেষ। উনাকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঠেলা চালানোর পর যখন দেখতে পান সারা দিনের আয় সংসার চালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়, তখন তিনি এই রাস্তাটাই বেছে নেন। সঞ্জুর মা লোকের বাড়ি রান্নাবান্নার কাজ করে সংসার চালান। সঞ্জুর বাবা তার মার উপর অত্যাচার করেন না এটা বুক ঠুকে বলা যায় না। সঞ্জু ক্লাস ফোরের পর আর স্কুলের দরজা মাড়ায়নি। তার আগেই অবশ্য স্কুলের শিক্ষকরা ভবিষ্যৎবানী করে দিয়েছিলেন ওর দ্বারা আর যাই হোক, পুঁথি মুখস্থ করার কাজ হবেনা। কুছ্ পরোয়া নেহী ও লেগে গেল রোজগারে। রোজগার বলতে বুধবারে নদীতে বাঁশের চাইল (এক সাথে বাঁধা বাঁশের ভেলা) থেকে বাঁশ খুলে উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক বোঝাই করা।

এতে যা পয়সা পাওয়া যায় তাতে তার মার্বেল কেনার খরচ, হরিদার দোকানের মটর ভাজা, ডালমুট, পান কখনো সখনো এক আধটা বিড়ির দাম উঠে আসে।

তবে পড়াশুনায় ভালো না হলেও একটা জিনিষে সঞ্জু রীতিমতো ওস্তাদ ছিল। বিয়ারিং গাড়ি বানানো। এই ত্রিভুজাকার গাড়িগুলো দিয়ে ঢালু জায়গায় খুব সহজেই উপর থেকে নিচে নামা যায়। তখনকার দিনের একটি পপুলার গেম। তো এই কারনে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের কাছে সঞ্জুদা কোন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের থেকে কম ছিলনা। সঞ্জু অবশ্য এসব বানানোর জন্য পয়সা নেয়না। ও ওর সুনামেই খুশি। রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেওয়া, মার্বেল খেলা, গাড়ি বানানো ও বুধবারে বাঁশ বোঝাই করা, এই নিয়েই সঞ্জুর দিন কাটতে থাকে। এতোসব বলতে গিয়ে আমাদের ভালো ছেলে অমুর কথা তো বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। অমুর বাবা অমুকে নিয়ে সিরিয়াস। উনি রাশভারী অঙ্কের শিক্ষক। যথারীতি ছেলের অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভার নিজের ঘাড়েই নিয়েছেন। অমু বাবাজীর তো দাড়ি গোঁফের হাল্কা চিহ্ন দেখা দেওয়ার আগেই লিমিট, ক্যালকুলাস উদরস্থ হওয়ার উপক্রম। ডারউইনের নীতি ! অমুর মা সর্বদা সন্ত্রস্ত। অমুর বাবার কড়া নির্দেশ, ছেলেকে একদম বেশী আদর দেখানো চলবেনা। বেশী আদরে রাম / শ্যাম, যদু / মধু বাবুদের ছেলেরা বাঁদর হয়ে গেছে। উনার ছেলে যাতে এইরকম না হয় তাই এই ব্যবস্থা। তাই স্তন্যদান পর্ব শেষ হওয়ার পর থেকে অমুর মায়ের ভূমিকা এখন নিউট্রিশন স্পেশালিস্ট এর। অর্থাৎ বাড়িতে দেশী রুই কাতলা মাছ এলে আস্ত মাথাটা অমুর পাতে তুলে দেওয়া। ব্রেন পাওয়ার বাড়বে বলে কথা ! এখন আসি অমুর কথায়। স্কুলে যথেষ্ট সুনাম। ফার্স্টবয় বলে কথা। বাকী ছেলেদের ঈর্ষার কারন।

দেবরায় টি-টাইম এ বসা শিক্ষকদের সাধ্য আসরে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় হট টপিক অমূল্য ভূষন দত্ত। সবার আশা বোর্ডের প্রথম দশের এক জন হবে অমু।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফল বেরোয়। অমু মাত্র চার নম্বরের জন্য প্রথম দশে স্থান পায়নি। শিক্ষকরা হতাশ, অমুর বাবা গম্ভীর, অমুর মা হযবরল। অমু আত্মগ্লানিতে নিমগ্ন। তবে সুইসাইড করেনি। যাই হোক এবার অমু ভর্তি হলো শহরের স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে। এখন আই. আই. টি একমাত্র ভরসা। পরিশ্রম চলতে থাকে আগের থেকে দ্বিগুন হারে। উচ্চমাধ্যমিকেরও ফল আসে, অমু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন কিন্তু সাধের আ. আই. টি মেলেনি। ব্যর্থমনোরথে অমুর বাবা অমুকে বহিঃ রাজ্যে বেসরকারী ইঞ্জীনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন।

তার পর কেটে গেছে প্রায় সাত আট বছর। অমু এখন নামকরা সিভিল ইঞ্জীনিয়ার। কিছুদিন আগে বিয়েও করেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন ঘটলো সেই ঘটনা। সন্ধ্যেবেলা থেকেই প্রবল ঝড় বৃষ্টি। পাঁচ হাত দূরের জিনিষ ও দেখা যায়না ভালো করে। রাতে পুরো ভিজে অমু বাড়ি ফিরলে বউ জানান দেয় পাশের বাড়ির কলেজ পড়ুয়া মেয়েটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিকালে টিউশনে গিয়েছিল, তারপর থেকে খবর নেই। অমু শোনে কিন্তু খুব একটা পাত্তা দেয়না। পরদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় অমু দেখে রাস্তার মোড়ে বটগাছটার নীচে চার পাঁচ জন লোক জটলা করে দাড়িয়ে আছে। কৌতুহল বসত ঐ দিকটায় এগিয়ে যায় ও । একি যা দেখল অমু তাতে ওর হৃদপিন্ড গলায় চলে আসে। গাছের নীচে পড়ে আছে ওর পাশের বাড়ির মেয়েটির নগ্ন নিথর দেহ। সারা গায় আঘাতের ছাপ। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপার। আর এর থেকেও বড় আশ্চর্যের বিষয় জড়ো হওয়া লোকদের মধ্যে থেকে দু একজন নিজেদের মোবাইলে এই ছবি তুলে নিচ্ছেন। হতভম্ব হয়ে যায় অমু। হঠাৎ ওর পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যায় একটি ছেলে, মেয়েটির পাশে নিজের কোমর থেকে গামছা খুলে মৃত মেয়েটির নগ্ন শরীর আবৃত করে দেয়। তখন অনেকটা ভীড় জমে গেছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়- 'আরে এ সঞ্জু না ? হ্যাঁ সঞ্জু ই তো !!"

****

প্রো:- সঞ্জয় বনিক
ফো:- ৯৪৮৫০৬৩৭৫০/
৯৮৬৩৮৫২০৭৬

এস. বি. জুয়েলার্স

আমাদের এখানে রুপা ও সোনার ২২ ক্যারেট K.D.M যুক্ত
গহনা তৈরী করা হয়।

বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা